উভয়েরই সুখপ্রদ হইয়া থাকে। সেইজন্য ৯।৫।১১ শ্লোকে শ্রীদুর্ব্বাসা মুনিবর অম্বরীষ মহারাজকে কহিয়াছিলেন—"যে তীর্থপদ শ্রীভগবানের যথা কথঞ্চিৎ-ভাবে নামশ্রবণের দ্বারাই মানব নির্ম্মলতা অর্থাৎ শ্রীনামমাধুর্য্য আস্বাদনের দ্বারাই ধর্ম্মাদি মোক্ষ পর্য্যন্ত ফললাভে তুচ্ছতাবুদ্ধি লাভ করে, আর সম্যক-ভজনের দ্বারা যে কৃতার্থতা লাভ করে—ইহা তো বলাই বাহুল্য।" তাহা হইলে 'আমি শ্রীভগবানের দাস' এই—অভিমানে যাহারা সম্যক্‌রূপেই ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের সর্ব্বসাধন ও সর্ব্বসাধ্যের মধ্যে কি করা এবং কি পাওয়া অবশিষ্ট থাকে? ॥ ৯।৫ ॥ ৩০৫ ॥

এইক্ষণ সখ্যের পরিচয় করাইতেছেন। শ্রীভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষাময় বন্ধুভাবের নাম সখ্য। ১০।১৪।৩০ শ্লোকে "যন্মিত্রং পরমানন্দং"; এইস্থানে পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম আপনি (শ্রীকৃষ্ণ) যে সকল ব্রজবাসীগণের মিত্র অর্থাৎ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, এই উদ্দেশ্যে মিত্রাদিপ্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন রামার্চ্চনচন্দ্রিকার উল্লেখ অনুসারে পাওয়া যায়—শ্রীভগবানকে মনুষ্যের মত দেখিবার জন্য এবং তাঁহার সহিত বন্ধুজনের মত ব্যবহার করিবার জন্য কোনও কোনও সেবাপরায়ণ মহাভাগবত শ্রীমন্দিরাদিতেই শয়ন করেন। এই অভি-প্রায়েই "শ্রবণং কীর্ত্তনং" শ্লোকে দাস্যের পর সখ্যের উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য—যদ্যপি দাস্যের সেবা-সম্পত্তি আছে বটে, তথাপি সাধ্বস সঙ্কোচ ও প্রচুর গৌরববুদ্ধি থাকা জন্য ভাবের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়। সখ্যে সেই সেবাই আছে বটে, সাধ্বস সঙ্কোচ ও গৌরববুদ্ধি তো নাই-ই, প্রত্যুত বন্ধুভাবময় প্রীতিতে বিশ্বাসের প্রাধান্য আছে বলিয়া দাস্য হইতে সখ্যের শ্রেষ্ঠত্ব। তবে পরমেশ্বরেও যে অসঙ্কোচ ব্যবহারময় সখ্যের বিধান শাস্ত্রে করিয়াছেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে; যেহেতু "ন দেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে দেবতা হইয়াই দেবতাকে অর্চ্চন করিবে—এইরূপ ব্যবস্থাও শুনা যায়। কিন্তু সাধক নিজেকে দেবতা বলিয়া ভাবনা করিলে নিজপ্রভুর সেবায় বিরোধ ঘটে। এই অভিপ্রায়েই শুদ্ধভক্তগণ অভীষ্টদেবের সহিত নিজের অভেদ ভাবনা করিবার বিধান উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু সখ্যভাব নিজ অভীষ্টদেবের সেবার অনুকুল বলিয়া আদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই সাক্ষাৎ ভজন-স্বরূপ দাস্য ও সখ্যের কথা স্বামীপাদকৃত টীকাতেও দেখান হইয়াছে। ১০।৮১।২৯ শ্লোকে শ্রীদামবিপ্রবাক্যেও উল্লেখ আছে—"তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্য মৈত্রিদাস্যং পুনর্জ্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ"। শ্রীদামবিপ্র শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিপ্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—"আমার জন্মে জন্মে তাঁহার সম্বন্ধেই প্রেম সখ্য (হিতকামিতা), মৈত্রী (উপকারিতা),